১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এখন পর্য্যন্ত খ্রীষ্টধর্মের প্রসার

টীকা ঃ এই অধ্যয়ণটি পাঠ করার পূর্বে আপনার খ্রীষ্টধর্মের প্রাচীন ইতিহাসের বিষয় অধ্যয়ণ ড্রদ্ধপ্ত এবং ড্রদ্ধ২ পাঠ করা উচিৎ। যারা শিশুদের শিক্ষা দেন, তাদের অবশ্যই ড্র৪ত্ব অধ্যয়ণ পাঠ করা উচিৎ।

১. খ্রীষ্টধর্মের ইতিহাস শিক্ষাদানের জন্য প্রার্থনা ও বাক্য দ্বারা প্রস্তুতি গ্রহণ করুন।

প্রার্থনা ঃ "প্রভু যীশু, তুমি এই জগতে কি করে আসছ এবং অন্যদের কাছে ঈশ্বরের সুসমাচার নিয়ে যাবার জন্য আমাদের কি ভূমিকা গ্রহণ করা উচিৎ সেই বিষয়ে শিখতে আমাকে এবং আমার দলকে সাহায্য কর।"

বিংশ শতাব্দীতেয জগতের মোট জনসংখ্যার নিরীখে সক্রিয় খ্রীষ্টিনদের শতকরা হিসাব

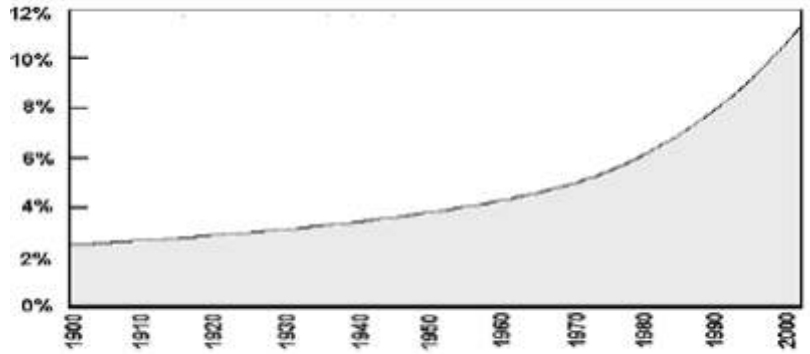

0% থেকে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ২.৫ % সক্রিয় খ্রীষ্টিয়ান বৃদ্ধির জন্য ১৮ শতাব্দী সময় লেগেছিল,

২.৫ থেকে ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে ৫ এ পৌঁছাতে মাত্র ৭০ বছর সময় লেগেছিল এবং

৫% থেকে ২০০০ খ্রীষ্টাব্দে ১১.২% বৃদ্ধি হতে মাত্র ৩০ বছর সময় লেগেছে।

ইতিহাসে এই প্রথম প্রতি ৯ জন লোকের মধ্যে একজন সক্রিয় খ্রীষ্টান বিদ্যমান হয়েছে।

এই ৯ জন হয় নামধারী খ্রীষ্টান অথবা অখ্রীষ্টিয়ান।

বাইবেল অধ্যয়ণ

প্রেরিত ৬ঃ৫-৭পদে খুঁজে দেখুন, নেতারা যখন সাধারণ লোকদের ক্ষমতা প্রদান করেছিলেন, তখন সুসমাচারের প্রতি কি ঘটেছিল। (উত্তর তারা দূরবর্তী অঞ্চলে সুসমাচার নিয়ে গেছিলেন এবং অসংখ্য লোক বিশ্বাসী হয়েছিলেন)

প্রেরিত ৮ঃ১-৮ পদে খুঁজে দেখুন, কতৃপক্ষ যখন খ্রীষ্টিয়ানদের প্রতি হিংস্র হয়ে উঠতো তখন সুসমাচারের প্রতি সাধারণত কি ঘটতো। **প্রেরিত ১২ঃ২৪ - ১৩ঃ৫ পদে খুঁজে দেখুন,** পবিত্র আত্মা উপাসক মণ্ডলীকে কি করতে বলেছিলেন, যাতে অন্য জন গোষ্ঠী সুসমাচার শিখতে পারে।

প্রেরিত ১৪ঃ২১-২৩ পদে খুঁজে দেখুন, যারা অবহেলিত জনগোষ্ঠীদের পরিব্যপ্ত করতেন সেই সকল কর্মীদের প্রধান কার্যাবলী।

- তারা কি বিষয়ে কথা বলতেন? (২১ পদ)
- তারা কি কি ধরণের স্থানে যেতেন?
- নূতন বিশ্বাসীদের জন্য তারা কি করতেন? (২১)
- নতুন খ্রীষ্টানদের কি ধরনের নেতাদের প্রয়োজন? (২৩)
- মিশনারীরা তাদের কাছ থেকে চলে যাবার পর কারা নূতন উপাসক মণ্ডলীদের পরিচালনা করতেন।

১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ - ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের বছরগুলি

ইউরোপের আধ্যাত্মিক এবং সাংস্কৃতিক পুনর্গঠন খ্রীষ্টানদের ধর্মাচরণ করার এবং বাইবেল পড়ার বিষয়টি অনুমোদন করেছিল। এর বিভিন্ন প্রভাব ছিল

- হাজার হাজার ইউরোপীয় অধিবাসীবৃন্দ যীশুতে প্রকৃত সত্য আবিষ্কার করেছিলেন এবং অসংখ্য মণ্ডলীর প্রথা থেকে মুক্ত হয়েছিল।
- উত্তর ইউরোপের লোকেরা রোম এবং পোপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল, তারা সন্ন্যাসী অধ্যুষিত মঠগুলো ধ্বংস করে দিয়ে ছিল এবং প্রোটেস্ট্যান্ট পুণর্গঠন শুরু করেছিল।
- জার্মানী এবং ইংল্যাণ্ডের প্রোটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের লোকেরা পৃথিবীর অসংখ্য উপকূলবর্তী অঞ্চলে মিশনারী প্রেরণ করেছিল।
- ক্যাথলিক সৈন্যগণ যখন দক্ষিণ আমেরিকা জয় করেছিল, তখন অসংখ্য প্রোটেস্ট্যান্ট লোকেরা উত্তর আমেরিকায় চলে গেছিল এবং সেখানে তারা অসংখ্য সম্প্রদায় শুরু করেছিল।
- যাইহোক যুক্তিবাদীরা ধীরে ধীরে ইউরোপের অধিকাংশ লোকদের মধ্যে খ্রীষ্ট্রয় বিশ্বাসের স্থান দখল করে।

মার্টিন লুথার

এক ক্যাথলিক সন্ন্যাসী, লুথার নূতন নিয়ম অধ্যয়ণ করতে শুরু করেছিলেন। তিনি আবিষ্কার করেছিলেন যে ঈশ্বর লোকদের কেবলমাত্র তাদের বিশ্বাসের দ্বারা রক্ষা করেন। ১৫১৭ সালে তিনি ৯৫টি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। এই প্রবন্ধগুলোর মাধ্যমে তিনি বিশ্বাসের অন্বেষণের জন্য এবং তাদের ধর্মাচরণের বিষয় মনোনয়ন করার জন্য ইউরোপের খ্রীষ্টানদের বাইবেলের কাছে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়ে ছিলেন। ক্যাথলিক পোপ তাঁকে অবৈধ ঘোষণা করলে, তিনি আত্মগোপন করেছিলেন। বাইবেল ভিত্তিক লুথারের ধারণাগুলো ইউরোপে অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করেছিল যা প্রোটেস্ট্যান্ট পুনঃগঠনে সাহায্য করেছিল। বর্তমানে বাইবেলে ফিরে আসার জন্য প্রোটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে আরেকটি পুণর্গঠনের প্রয়োজন আছে।

বিংশ শতাব্দী

ইউরোপীয় আধিপত্য থেকে মুক্ত হয়ে উত্তর আমেরিকার লোকেরা প্রায় ১০০০ টির অধিক ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেছিল এবং অধিকাংশ জাতির মধ্যে তাদের সম্প্রদায় স্থাপন করেছিল, এর বিভিন্ন প্রভাব ছিল

- তারা অসংখ্য স্বাধীন সুসমাচার প্রসার মূলক মিশনারী সংস্থা শুরু করেছিল।
- অসংখ্য দেশের জাতীয় মণ্ডলীগুলো স্বাধীন হয়েছিল, দেশীয় এবং সুসাচার প্রসার মূলক হয়েছিল এবং তাদের নিজস্ব মিশনারীদের প্রেরণ করেছিল।
- চীনের গৃহমণ্ডলী কতৃপক্ষ দ্বারা তাড়িত হলেও দ্রুত বৃদ্ধি লাভ করেছিল।
- বর্তমানে সুসমাচার প্রসারক সংক্রান্ত খ্রীষ্টধর্ম পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দ্রুত বৃদ্ধি প্রাপ্ত ধর্মীয় আন্দোলন।
- খ্রীষ্টানদের একটি বড় অংশই চীন, দক্ষিণ এশিয়া, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা এবং ইন্দোনেশীয়ায় বসবাস করে।

একবিংশ শতাব্দীর সূচনায়

অসংখ্য দেশের মণ্ডলীগুলো এখন সমুদয় অবশিষ্ট অবহেলিত লোক গোষ্ঠীর মধ্যে পরিব্যপ্ত হওয়ার চেষ্টা করছে। খ্রীষ্ট ধর্মের উপর এর বিভিন্ন প্রভাব দেখা যায়

- যে সমস্ত স্থানে খ্রীষ্টধর্মের উপর শত্রু মনোভাবাপন্ন, সেই সকল স্থানেই স্বতস্ফর্ত, স্বাধীন ''মণ্ডলী স্থাপন আন্দোলন'' শুরু হয়েছে।
- অধিকাংশ খ্রীষ্টানই তাদের নিজস্ব ভাষায় বাইবেল শিখছে।
- অধিকাংশ বিশ্বাসীই পুরাতন মণ্ডলীর প্রচলিত সংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে প্রেমে যীশুর বাধ্য হতে পারছে, প্রার্থনা করতে পারছে। প্রভুর ভোজ ও দয়া গ্রহণ করতে পারছে।

- অসংখ্য উপাসক মণ্ডলী তাদের নিজস্ব লোকদের নেতারূপে মনোনীত করছে।
- আরাধনাকারীগণ নিজস্ব সংস্কৃতি অনুসারে আরাধনার গঠন ও প্রথা ব্যবহার করছে।

২. আগত সপ্তাহের কার্যকলাপের বিষয় সহকর্মীদের সঙ্গে পরিকল্পনা করুন।

খুঁজে দেখুন কোন বিশ্বাসীদের তাদের নিজস্ব ভাষায় বাইবেল নেই এবং এমন বাইবেল খোঁজার পরিকল্পনা করুন যা তারা ক্রয় করতে পারে।

কোন্ বিশ্বাসী পড়তে পারে না খুঁজে দেখুন এবং তাদেরকে বাইবেল পড়তে শেখানোর জন্য পরিকল্পনা করুন।

কোন্ কোন্ মণ্ডলীর প্রথা বিশ্বাসীদের স্বাধীনভাবে যীশুকে বাধ্য হতে এবং অন্যদের সেবা করার বিষয়কে নিবারিত করে, সেই বিষয়ে একসাথে আলোচনা করুন। এই সমস্ত প্রথার অধিকাংশ অন্য সংস্কৃতি থেকে আসে।

কিভাবে আপনার উপাসক মণ্ডলী বাইরের লোকদের প্রদত্ত অনুদানের অর্থের উপরে নির্ভরশীল হতে পারে সেই বিষয় আলোচনা করুন এবং পরিকল্পনা করুন, কিভাবে তারা নিজেরা নিজেদের মন্ডলীকে আর্থিক সাহায্য করতে পারে। যারা তাদের প্রয়োজনের জন্য তাঁর উপর আস্থা রাখে, ঈশ্বর তাদের সেই দলকে আশীর্ব্বাদ করেন।

আপনার নিকটবর্তী কোন লোক গোষ্ঠীর মধ্যে যথেষ্ট খ্রীষ্টিয়ান নেই এবং উপাসক মণ্ডলী নেই খুঁজে দেখুন। তাদের সাহায্য করার জন্য আপনার কয়েকজন সদস্যকে মিশনারী ওিসাবে তাদের কাছে পাঠানোর বিষয় প্রার্থনা ও পরিকল্পনা করুন।

মণ্ডলীদের সাহায্য করুন যাদের পালকদের আপনি মিশনারী বর্হিগমন দলের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য প্রশিক্ষণ ঃিয়েছেন।

৩. আসন্ন আরাধনার সময়ের জন্য সহকর্মীদের সঙ্গে পরিকল্পনা করুন

কিভাবে সুসমাচার বিস্তার লাভ করেছিল সেই বিষয়ে বিশ্বাসীদের শাস্ত্র (ভাগ ১) পাঠ করতে এবং **আলোচনা** করতে বলুন।

বিশ্বাসীরা খ্রীষ্টিয় ইতিহাসের শেষ ৪০০ বছর কিভাবে সুসমাচারের সহভাগিতা করেছিলেন, সেই বিষয়টি **ব্যাখ্যা** করুন।

যে বিশ্বাসীরা মিশনারী কাজ করেছেন তাদের জন্য ঈশ্বর কি কাজ করেছেন সেই বিষয়ে বিশ্বাসীদের সাক্ষ্য দিতে দিন।

শিশুরা যে নাটকটি তৈরী করেছে তা তাদের উপস্থাপন করতে দিন।

প্রভুর ভোজের বিষয়টি প্রবর্তনের জন্য প্রেরিত ২০ঃ৭ পদ পাঠ করুন। ব্যাখ্যা করুন যে অধিকাংশ বিশ্বাসীরাই শুরু থেকেই আদি মণ্ডলীর নিয়মিত প্রভুর ভোজ গ্রহণের দৃষ্টান্তটি অনুসরণ করছেন।

দু-তিনজনের ছোট ছোট দলকে পরিকল্পনা, প্রার্থনা এবং পরস্পরকে উৎসাহিত করতে দিন।

মার্ক ৪ঃ৩১-৩২ পদ একত্রে মুখস্থ করুন। প্রথমে ব্যাখ্যা করুন যে যীশু ঈশ্বরের রাজ্য বর্ণনা করেছিলেন।

Copyright 2004 © by Paul-Timothy. May be freely copied. Download from www.Paul-Timothy.net